পাক্ষিক

# আহমদী

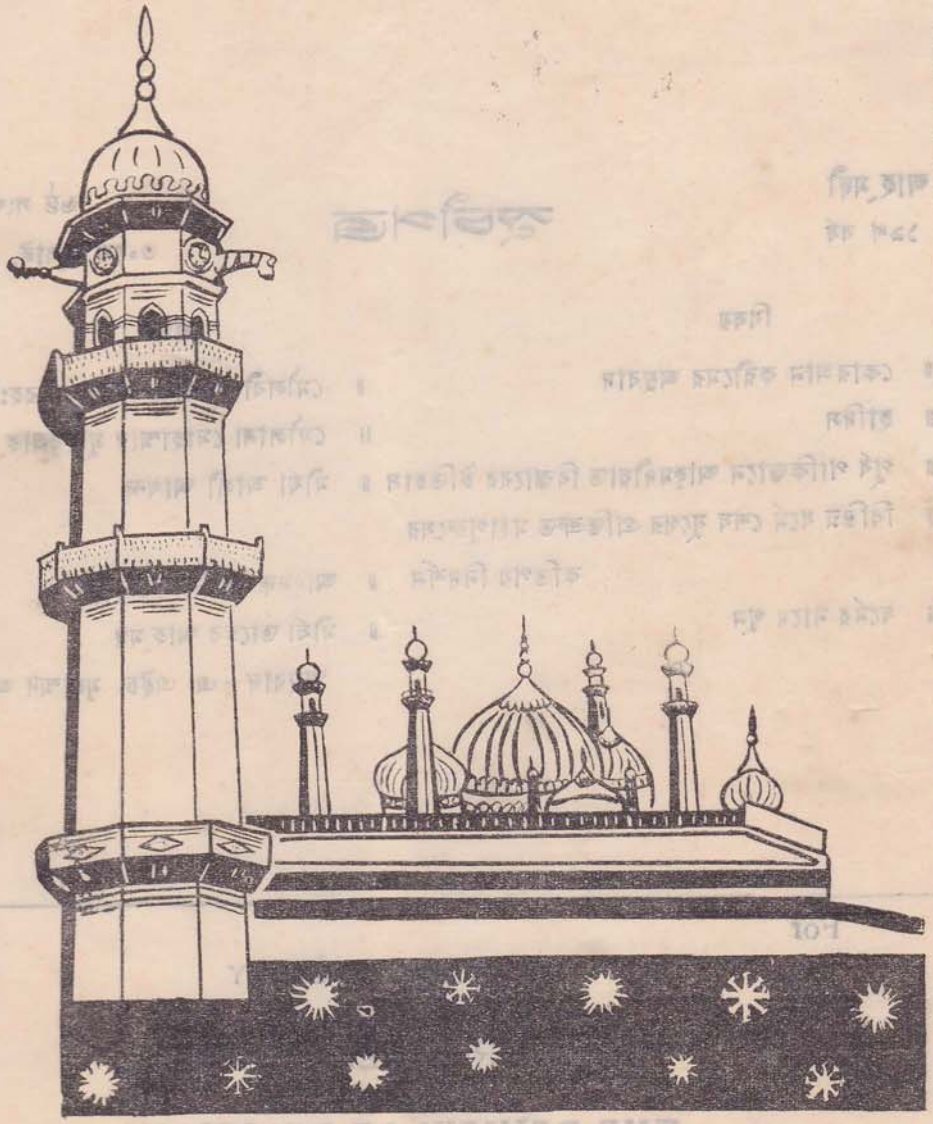



সম্পাদক :—এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার।

| বার্ষিক চাঁদা | ৬ষ্ঠ সংখ্যা | বার্ষিক চাঁদা |
|---|---|---|
| পাক-ভারত—৫ টাকা | ৩০শে জুলাই, ১৯৬৫ | অন্যান্য দেশে ১২ শিঃ |

আহ্‌মদী
১৯শ বর্ষ

# সূচীপত্র

৬ষ্ঠ সংখ্যা
৩০শে জুলাই, ১৯৬৫ ইসাব্দ।


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ॥ কোরআন করীমের অনুবাদ | ॥ মৌলবী মুমতাজ আহমদ (রহঃ) | ॥ ১১৩ |
| ॥ হাদিস | ॥ মৌলানা মোহাম্মাদ মুহিবুল্লাহ্‌ | ॥ ১১৪ |
| ॥ পূর্ব পাকিস্তানে আহ্‌মদীয়াত বিস্তারের ইতিহাস | ॥ মীর্যা আলী আখন্দ | ॥ ১১৭ |
| ॥ বিভিন্ন ধর্মে শেষ যুগের প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের কতিপয় নিদর্শন | ॥ আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী | ॥ ১২৩ |
| ॥ ধর্মের নামে খুন | ॥ মীর্যা তাহের আহ্‌মদ | ॥ ১২৬ |
| | অনুবাদ— এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার | |


For

COMPARATIVE STUDY
OF
WORLD RELIGIONS
Best Monthly
**THE REVIEW OF RELIGIONS**
Published from
RABWAH ( West Pakistan )

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلی علی رسوله الکریم

و علی عبده المسیح الموعود

পাক্ষিক

# আহ্‌মদী

নব পর্যায় : ১৯শ বর্ষ : ৩০শে জুলাই : ১৯৬৫ সন : ৬ষ্ঠ সংখ্যা

## ॥ কোরআন করীমের অনুবাদ ॥

মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ সাহেব (রহঃ)

( পূর্ব প্রকাশিতের পর )

### সুরাহ্‌ আ'রাফ

৪র্থ রুকু

৩৭। এবং যাহারা আমার নিদর্শনগুলিকে মিথ্যা বলিবে এবং ইহাদের সম্পর্কে অহঙ্কার প্রদর্শন করিবে তাহারাই দোযখের অধিবাসী। তথায় তাহারা দীর্ঘকাল পড়িয়া থাকিবে।

৩৮। যে ব্যক্তি আল্লার প্রতি মিথ্যা কথা আরোপ করে অথবা আল্লার নিদর্শন সমূহকে মিথ্যা বলে তাহার চেয়ে অধিকতর অত্যাচারী আর কে হইতে পারে? তাহারা তাহাদের নির্দিষ্ট অংশ প্রাপ্ত হইবে। এমন কি যখন আমাদের ফেরেস্তা তাহাদের প্রাণ বাহির করার জন্য তাহাদের নিকট আসিবে তখন বলিবে তোমরা আল্লাহ্‌কে ত্যাগ করিয়া যাহাদের নিকট

প্রার্থনা করিতে এখন তাহারা কোথায়? তাহারা (উত্তরে) বলিবে: উহারা আমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছে এবং তাহাদের নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে যে, তাহারা কাফির ছিল।

৩৯। আল্লাহ্ বলিবেন, তোমাদের পূর্ববর্তী যে সমস্ত মানুষ ও জিনের জাতি গত হইয়া গিয়াছে তাহাদের সহিত দোযখে প্রবেশ কর। যখনই কোন জাতি (দোযখে) প্রবেশ করিবে তখনই তাহাদিগকে তাহাদের সমজাতি অভিসম্পাত করিবে। এমন কি তাহারা সকল জাতিই উহাতে সমবেত হইবে। তাহাদের পরবর্তীরা তাহাদের পূর্ববর্তীগণ সম্বন্ধে বলিবে: হে আমাদের প্রভু? উহারাই আমাদিগকে বিপথ-গামী করিয়াছিল। অতএব তুমি তাহাদিগকে দ্বিগুণভাবে দোযখের শাস্তি দাও। আল্লাহ্ বলিবেন: তোমাদের প্রত্যেকের জন্য দ্বিগুণ শাস্তি রহিয়াছে; কিন্তু তোমরা (তাহা) জান না।

৪০। এবং তাহাদের পূর্ববর্তীরা তাহাদের পরবর্তী দিগকে বলিবে: যেহেতু আমাদের উপর তোমাদের কোন ফজীলত নাই; অতএব তোমরা যাহা অর্জন করিতেছিলে তাহার স্বাদ গ্রহণ কর।

(ক্রমশঃ)

## ঃ হাদিস ঃ

মৌলানা মোহাম্মাদ মুহিবুল্লাহ্

( পূর্ব প্রকাশিতের পর )

### যুদ্ধ উঠাইয়া দিবেন — يضع الحرب

হযরত মসিহে মাউদ (আঃ) আসিয়া যুদ্ধ মুলতবী রাখিবেন। কেন না যে যুগে হযরত মসিহে মাউদ (আঃ) আবির্ভূত হইবেন সে যুগে ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য অস্ত্র যুদ্ধের আবশ্যক হইবে না।

বস্তুতঃ কাদিয়ানে আবির্ভূত হযরত মসিহে মাউদ (আঃ) যে যুগে আগমন করিয়াছেন সে যুগে এবং বর্তমান যুগে অনেক দেশেই ধর্ম প্রচারে বাধা বিপত্তি কিছুই নাই। কতিপয় দেশ ব্যতিরেকে পৃথিবীর সর্বত্র ধর্ম প্রচারে কোন বাধা নাই। এই জন্যই তিনি বিনা যুদ্ধে দুনিয়া জয় করিয়া সমগ্র মানবজাতিকে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আনয়ন করিবার বানী ঘোষণা করিয়াছেন।

তাই আজ। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত জমাত জমাতে আহ্‌মদীয়া দ্বারা দুনিয়ার বড় বড় কেন্দ্রে তৌহীদের মিনার গড়িয়া উঠিয়াছে এবং তথা হইতে তৌহীদের আওয়াজ বোলন্দ হইতে চলিয়াছে।

বস্তুতঃ হাদীসের এই বাক্যটি দ্বারাও কাদিয়ানে আবির্ভূত হযরত মসিহে মাউদ (আঃ)-এর সত্যতাই প্রতিপন্ন হইতেছে।

* يفيض المال حتى لا يقبله احد

অর্থাৎ—"তিনি মসিহে মাউদ (আঃ) বহু ধন বিতরণ করিবেন এমন কি কেহই উহা সম্যক গ্রহণ করিতে পারিবে না।"

এখানেও এক শ্রেণীর আলেমগণ 'ধন বিতরণের' অর্থ করিয়াছেন— টাকা পয়সা বিতরণ অর্থাৎ হযরত ইমাম মাহ্দী মসিহে মাউদ (আঃ) আসিয়া বহু টাকা পয়সা বিতরণ করিতে চাহিবেন, কিন্তু উহা লোকজন গ্রহণ করিবে না। ইহাও যে তাহাদের ভুল এবং কোরআন হাদিসের বিপরীত তাহা তাহারা তলাইয়া দেখে নাই। কেমন করিয়া দেখিবে? আখেরী জামানার মৌলবীগণ যে, দিবা রাত্র দুনিয়ার কাজে মগ্ন, কোরআন হাদিসে ও ধর্মের কাজে গবেষণা করিবার অবসর কোথায়? টাকা পয়সার এত প্রাচুর্য হইবে যে, কেহই উহা গ্রহণ করিবে না, তাহা এই পৃথিবী সামাজিক মানুষের পক্ষে পূর্বেও কখন সম্ভব হয় নাই এবং ভবিষ্যতেও সম্ভব হইবে না। যদি এইরূপ হইত তাহা হইলে পৃথিবীর শৃঙ্খলা নষ্ট হইয়া যাইত। যথা :—

> "যদি আল্লাহ্তালা ধন দৌলতের প্রাচুর্য দান করিতেন তাহা হইলে পৃথিবীতে বিদ্রোহ সৃষ্টি হইত।" (সুরা শুরা)
>
> "(ধন দৌলতের প্রাচুর্য দ্বারা) আদম সন্তানের পেট ভরিবে না মাটি ব্যতীত।" (হাদিস)

অর্থাৎ :—মরিয়া গেলেই মানুষের অর্থ লিপ্সা দূর হইবে, তার আগে কখনও এই পিপাসা মিটিবে না। সমস্ত পৃথিবী যদি একজনকে দেওয়া হয় কখনও সে উহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিবে না। এই পৃথিবী বাদেও যদি অন্য কোন গ্রহ মানুষের বসবাসের উপযোগী হয় তাহা হইলেও উহা কার আগে কে দখল করিবে, এই নিয়াই পৃথিবীতে বিদ্রোহ দেখা দিবে এবং বিরাট রক্তপাত হইবে। কোরআন ও হাদিসের বিপরীত প্রচার করা বড়ই মারাত্মক ভুল। এই ভাবেই তফসিরে তফসিরে মিল নাই, হাদিসে হাদিসে অনৈক্য দেখা দিয়াছে। মূল অছুল নির্দ্ধারিত না করিয়া অর্থ করিতে যাওয়া বড়ই বিপজ্জনক। মৌলিক কথাগুলি নির্দ্ধারিত করিয়াই মোতাশাবেহাত বা একাধিক অর্থযুক্ত আয়াত বা হাদিসের অর্থ করিতে হয়, নতুবা ভীষণ ভুলে নিপতিত হইতে হইবে। আমাদের আলোচ্য হাদিসেও তাহাই হইয়াছে। কোথায় আল্লাহ্র রসুল আসিয়া মানুষকে কঠোর পরীক্ষায় ফেলিয়া, ত্যাগের সবক দিয়া খাঁটি ঈমান দান করিবেন। আর কোথায় তিনি আসিয়া মানুষকে অর্থের প্রাচুর্য দেখাইয়া পৃথিবীতে বিদ্রোহ এবং অশান্তির সৃষ্টি করিবেন। এই পরস্পর বিপরীত দুইটি ধারাই পৃথক। ইহার কোনটিই কোনটির সহিত মিল নাই।

এখন আমরা আলোচ্য হাদিসের অর্থ কি তাহাই সুধি সমাজে পেশ করিতেছি। আমরা কোরআন ও হাদিস হইতে দেখাইয়া আসিয়াছি যে, পার্থিব ধন সামাজিক মানুষ গ্রহণ করিতে কখনও কার্পন্য করিবে না। কিন্তু যদি আধ্যাত্মিক ধন হয় তাহা হইলে উহার সম্যক গ্রহণ করা কাহারও পক্ষে সম্ভব হইবে না। আলোচ্য হাদিসের অর্থও তাহাই।

অর্থাৎ :—ইমাম মাহ্দী মসিহে মাউদ (আঃ) আসিয়া আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যের এক অফুরন্ত ধনভাণ্ডার বিতরণ করিবেন যাহা কাবাগৃহের তলদেশে হযরত মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ) লুকাইয়া রাখিয়া গিয়াছেন। সেই ধন কেহ বহন করিতে পারিবে না। নতুবা পার্থিব ধন নিয়া সামাজিক মানুষ সব সময়ই মারামারি কাটাকাটি করিবে। সেই আধ্যাত্মিক ধন-সম্পদে মত্ত হইয়াই আজ আহ্মদীয়া জমাতের জীবন উৎসর্গকারী যুবকগণ দেশ থেশ আত্মীয় স্বজনের মায়া পরিত্যাগ করিয়া দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে ছুটিয়াছে। তাই আজ সারা বিশ্বে ইসলামের জয় জয়াকার দেখা যাইতেছে।

حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها *

"এমন কি, একটি সেজদা দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যস্থিত যাবতীয় বস্তু হইতে উৎকৃষ্ট হইবে।"

একটি সেজদা যে দুনিয়া ও দুনিয়ার যাবতীয় ঐশ্বর্য হইতে উৎকৃষ্ট ইহা কোন ইমানদার ব্যক্তিই অস্বীকার করিবে না। যে সেজদা মানুষের সীমাহীন জীবনকে অনন্ত সুখের ও গৌরবের অধিকারী করিয়া দেয়, সেই সেজদার মূল্য যে কত, তাহার সহিত পার্থিব ঐশ্বর্যের কোন তুলনাই হইতে পারে না, সত্যিকার ইমানদার ব্যক্তিই ইহা বুঝিতে পারেন। তবে আখেরী জমানার ইমাম মাহ্দী মসিহে মাউদ (আঃ)-এর আগমনের সঙ্গে ইহার সম্পর্ক কি?

হযরত মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ) এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের জামানায় কি প্রকৃত সেজদার মূল্য দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যস্থিত ঐশ্বর্যের চেয়ে অধিকতর মূল্যবান ছিল না? নিশ্চয়ই ছিল। তাহা হইলে এই কথার অর্থ কি? এই কথার অর্থ এই যে, হযরত মসিহে মাউদ (আঃ) সেই সময় দুনিয়ায় আবির্ভাব হইবেন যখন জগতের নিকট সেজদার প্রকৃত কদর থাকিবে না। মুসলমানগণ সেজদা করিবে বটে; কিন্তু তাহারা উহার প্রকৃত মর্যাদা দিবে না। এই কথাই নবী করীম (সাঃ) বলিয়াছেন:—"মানবের উপর এমন এক সময় আসিবে যখন ইসলামের নাম ছাড়া আর কিছুই বাকী থাকিবে না এবং কোরআনের কসম ছাড়া আর কিছুই বাকী থাকিবে না, মসজিদগুলি সু-সজ্জিত হইবে বটে; কিন্তু উহা হেদায়েতশূন্য হইবে, তখন তাহাদের আলেমগণ আকাশের নীচে সকল জীব হইতে নিকৃষ্টতম হইবে।" ( মিশকাত )

যখন জমানা এইরূপ হইবে তখন হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) আসিয়া দুনিয়াতে আবার প্রকৃত সেজদা কায়েম করিবেন। সেই সেজদাই দুনিয়া ও দুনিয়ার যাবতীয় ঐশ্বর্য হইতে অধিকতর মূল্যবান হইবে।

## হযরত আবু হুরায়রার ( রাজিঃ ) সতর্কবাণী

অতএব তোমরা এখন ইচ্ছা করিলে এই আয়াত পাঠ করিতে পার:—"প্রত্যেক আহ্লে কেতাব তাহার মৃত্যুর পূর্বে ইহা বিশ্বাস করিবে।" অর্থাৎ প্রত্যেক আহ্লে কেতাব তাহার মৃত্যুর পূর্বে এই কথা বিশ্বাস করিবে যে, তাহারা হযরত ইসা (আঃ)-কে ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে। ইহুদী এবং খ্রীষ্টান প্রত্যেক আহ্লে কেতাবই তাহার নিজের মৃত্যুর পূর্বে এই কথা বিশ্বাস করিবে যে, তাহারা হযরত ইসা (আঃ)-কে ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে। ইহুদী এবং খ্রীষ্টান প্রত্যেক আহ্লে কেতাবই তাহার নিজের মৃত্যুর পূর্বে এই কথা বিশ্বাস করিবে। এই কথা বিশ্বাস না করিলে তাহাদের ধর্ম থাকিবে না। যদি তাহারা ইহা বিশ্বাস না করে তাহা হইলে ইহুদীদের ইহুদী ধর্ম থাকে না এবং খ্রীষ্টানদের ক্রুশবাদ আকিদা থাকে না। সুতরাং এই কথা বলিয়া হযরত আবু হুরায়রা ( রাজিঃ ) এই সতর্কবাণীই উচ্চারণ করিয়াছেন যে, দেখ হে মুসলমানগণ! তোমরা কিন্তু ইহুদীদের ন্যায় হইও না যেমন ইহুদীগণের নিকট হযরত ইসা (আঃ) আসিলে তাহারা তাঁহাকে বহু নির্যাতন করিয়াছে, এমন কি তাহারা তাঁহাকে ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া মারিতে চেষ্টা করিয়াছে। এমনিভাবে যখন তোমাদের নিকট তোমাদের নবী মসিহে মাউদ (আঃ) আগমন করিবেন তখন তোমরা ইহুদীগণের ন্যায় আচরণ করিয়া তাহাদের ন্যায় অভিশপ্ত হইও না।

(ক্রমশঃ)

# পূর্ব-পাকিস্তানে আহ্‌মদীয়াত বিস্তারের ইতিহাস

## মীর্যা আলী আখন্দ

( পূর্ব প্রকাশিতের পর )

আমি (মৌলবী মোবারক আলী সাহেব)—সঃ আহ্‌মদী যখন ইংলণ্ডে গিয়াছিলাম তখন আহ্‌মদীয়া মিশন লণ্ডনের **Westend Starts Street-এ** ছিল। তথায় চৌধুরী ফতেহ মোহাম্মদ সায়াল প্রধান মিশনারী ছিলেন এবং মৌলবী আবদুর রহিম নাইয়ার তাঁহার এসিস্টেণ্টে ছিলেন। আমি সেপ্টেম্বর মাসে লণ্ডনে পৌঁছিয়া শীতের পূর্বেই পশ্চিম আফ্রিকায় যাওয়ার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কিন্তু তখন প্রথম মহাযুদ্ধ সবেমাত্র শেষ হইয়াছে। এ যুদ্ধে এত জাহাজ ধ্বংস হইয়াছিল যে, লিভারপুল হইতে নাইজেরিয়া গমণের জন্য যতগুলি জাহাজ নির্দিষ্ট ছিল, জানুয়ারী পর্যন্ত সমস্তরই ছিট রিজার্ভ হইয়া গিয়াছিল। কাজেই আমাকে জানুয়ারী পর্যন্ত লণ্ডনে অপেক্ষা করিতে হইল। একমাত্র খাওয়া আর ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ানো ছাড়া তখন আমার বিশেষ কাজ ছিল না। এই নূতন আবহাওয়াতে পড়িয়া প্রিয় ভাইবোনের মৃত্যুজনিত শোক অনেকটা ভুলিয়া গেলাম। শীতের সময় আমার হাপানি আক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা হইত। লণ্ডনে অক্টোবর মাস হইতেই সাধারণতঃ শীত আরম্ভ হয়। তখন ঘর আগুন করিয়া গরম রাখিতে হয়। কিন্তু আল্লার মরজি সেবার নভেম্বর মাস পর্যন্ত শরতকাল চলিয়াছিল। প্রচণ্ড শীত তখনো আরম্ভ হয় নি। টাইম পত্রিকাতে দেখিলাম সেবারকার শরতকাল অস্বাভাবিক ভাবে লম্বা হইয়াছিল। আমি মনে করিলাম ইহা আমার প্রতি আল্লার বিশেষ করুণা। জানুয়ারী পর্যন্ত অপেক্ষা করিতেছিলাম। ইতিমধ্যে হযরত খলিফাতুল মসিহ ( আইঃ ) আদেশ দিলেন আমাকে লণ্ডনে থাকিতে এবং মৌলবী আবদুর রহিম নাইয়ারকে (রহঃ) নাইজেরিয়া যাইতে। সুতরাং আমি লণ্ডনে থাকিয়া গেলাম। তখন পটিনি ষ্টেশনের নিকটে চৌধুরী ফতেহ মোহাম্মাদ সায়্যাল সাহেব কর্তৃক **Wards Worth borrow-তে Southfield** মহল্লাতে **64 Malrose Road-এ** প্রায় এক একর জমি সহ একটি বাগান বাড়ী ২৩ শত পাউণ্ডে খরিদ করা হইয়াছিল। পরে সেইখানে মসজিদ করা হইয়াছে। অল্পদিন পরেই আমরা সেই বাড়ীতে গেলাম। তখন লণ্ডন মিশনের কাজ নিম্নলিখিতভাবে হইত। চিঠি পত্রদ্বারা তবলিগ, বিশেষ বিশেষ স্থানে আহুত হইয়া বক্তৃতাদান, এবং সপ্তাহে ২।৩ দিন হাইড্‌ পার্কে বক্তৃতা দেওয়া। আমাদের বক্তৃতা কোন কোন সভাতে শুধু ইছলাম সম্বন্ধেই হইত না; ভারতীয় সমাজ। ভারতীয় ইতিহাস ও সভ্যতা সম্বন্ধেও বক্তৃতা দিতে হইত। তখন ইংরাজ মুসলমানের সংখ্যা মুষ্টিমেয় ছিল; তন্মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যা কম ছিল না। অনুসন্ধানকারী পুরুষ ও স্ত্রীলোক যথেষ্ট আসিত। এই সব লইয়া আমাদের সময় বেশ ব্যস্ততার সঙ্গে কাটিয়া যাইত। লণ্ডনে আমি থাকা কালে ফতেহ মোহাম্মদ সায়্যাল সাহেব দেশে ফিরিয়া আসিলেন ও পথে হজও করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত মিষ্টার ফিসার নামক একজন ইংরাজ ব্যারিষ্টার ( আহমদী মুসলমান ) ছিলেন। মিষ্টার ফিসার ভারতে আসিয়া হায়দরাবাদের নিজামের অধীনে ডিষ্ট্রিক্ট জজ্‌ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। চৌধুরী ফতেহ মোহাম্মাদ সায়্যাল

সাহেবের ইংলণ্ড ত্যাগের পর মিশনের ইনচার্জ আমিই ছিলাম। সেই সময় ইণ্ডিয়া অফিসের সমর্থনে আমি আরো দেড় বছরের ফার্লো বিদায় পাইয়াছিলাম। যতদিন আমি গবর্ণমেণ্টের নিকট বিদায়ের এলাউন্স পাইতাম ততদিন ব্যক্তিগত খরচের জন্য অর্থাৎ কাপড় চোপড় ইত্যাদির জন্য আমি মিশন হইতে কিছু লইতাম না। দুই বৎসর ফার্লোর পর এক বৎসর বিনা বেতনে ছুটি পাইয়াছিলাম। তখন ব্যক্তিগত খরচের জন্য মিশন হইতে খরচের টাকা লইতে বাধ্য হইতাম। এই সময় শিয়ালকোট হইতে খেলার সরঞ্জামদি ইংলণ্ডের মারফতে ইউরোপের অন্যান্য দেশে বিক্রয় করার একটা ব্যবসায় আরম্ভ করা হইয়াছিল।

মিষ্টার আজিজুদ্দিন নামক একজন পাঞ্জাবী আহ্‌মদী যুবক ঐ ব্যবসায়ের ম্যানেজার ছিলেন। মিশনের ইমাম ব্যবসায়ের ইনচার্জ ছিলেন। ১৯২২ সনের সেপ্টেম্বর মাসে হযরত আমিরুল মোমিনিন আমাকে বার্লিনে পাঠাইলেন (১৯১৮ সনের মার্চে যুদ্ধ শেষ হয়)। তিনি আমাকে উপদেশ দিলেন যে, আমি যেন বার্লিনে মসজিদের জন্য কোন স্থান খরিদ করিয়া একটি মসজিদ তৈয়ার করি। আমি ঐ উদ্দেশ্যে বার্লিনে কায়জার ডাম নামক একটি বড় রাস্তার ধারে এবং বড় বড় অফিস ও ব্যবসায় কেন্দ্রের নিকটে একটি স্থান খরিদ করিয়া মসজিদের জন্য প্ল্যান ও এষ্টিমেট তৈয়ার করাইলাম। তখন বার্লিনে ভয়ানক মুদ্রা স্ফিতি হইয়াছিল। জার্মান মার্ক (মুদ্রা) এর মূল্য এত কম হইয়া গিয়াছিল যে, লক্ষ মার্ক দ্বারা একটি ট্রাম ভাড়া হইত না। তখনকার এষ্টিমেট অনুসারে মসজিদ নির্মাণের খরচ প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকার মত হইত। মসজিদ নির্মাণ কার্য আরম্ভ হইল। মহাসমারোহে ভিত্তি স্থাপন করা হইয়াছিল। ভিত্তি স্থাপনকালে অফিসিয়েল ও নন অফিসিয়েল বড় বড় লোক নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। একজন রাজমন্ত্রিও তন্মধ্যে ছিলেন। যে সময়ে নির্মাণ কার্য্য চলিতেছিল, তখন জার্মাণ গবর্ণমেণ্ট ব্রিটিস ও এমেরিকার নিকট টাকা কর্জ লইয়া নতুন মুদ্রা জারি করিলেন এবং পূর্বের মুদ্রাগুলি শুধু পরিবর্তন (change) বা টাকা ভাঙ্গানের জন্য ব্যবহার হইত। নতুন মার্কের মূল্য ইংরাজী প্রায় এক শিলিং-এর সমান হইল। সুতরাং মসজিদ নির্মাণের এষ্টিমেট প্রায় চার গুণ বৃদ্ধি হইল। হযরত সাহেবের নিকট ঐ রিপোর্ট গেলে তিনি আদেশ দিলেন মসজিদ নির্মাণ বন্ধ করো। ঐ স্থান বিক্রয় করো। জার্মাণ মিশন আপাততঃ বন্ধ রাখা হইবে। কেননা ঐ দেশে মিশন রাখিতে গেলে কতকগুলি অসুবিধাও আছে। যে সব দেশে ইংরাজী ভাষা বলে সে সব দেশে সে অসুবিধা নাই। জার্মাণীতে কোন মোবাল্লেগ গেলে সেই দেশের কাজের উপযুক্ত হওয়ার জন্য তাকে ভাষা শিখিতেই প্রায় ২ বৎসর চলিয়া যাইত। তারপর দুই এক বৎসর কাজ করিলে তাকে হয় দেশে আসিবার অনুমতি দিতে হইত নতুবা তার পরিবারকে সেখানে পাঠাইতে হইত, এতে উভয় সঙ্কট ছিল। পরিবারসহ থাকিলে সেখানে খরচ অনেক বেশী হইত। এইসব কারণে হযরত সাহেব আপাততঃ জার্মাণ মিশন বাদ করিয়া দিলেন; কিন্তু আমার প্রতি আদেশ হইল মসজিদের স্থান বিক্রয় না হওয়া পর্য্যন্ত জার্মানিতে থাকিতে হইবে; তখন সব জিনিসের মূল্য বাড়িয়া গিয়াছিল। জায়গার মূল্যও বাড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু বিক্রয় করা সহজ ব্যাপার ছিল না। এইজন্য আমাকে ১৯২৪-এর শেষ পর্য্যন্ত জার্মানীতে থাকিতে হইয়াছিল। জার্মানীর বার্লিন শহরে একটি বৃদ্ধা ইহুদীর বাড়ীতে দুইটি কামরা ভাড়া লইয়া আমি থাকিতাম। একটি ছোট কামরা আমার শয়নকক্ষ এবং বড় কামরাটি ছিল আমার বৈঠকখানা। বার্লিনে থাকা কালিন বার্লিন ইউনিভার-সিটিতে আমি কয়েকবার ইসলাম এবং আহ্‌মদীয়াত

সম্বন্ধে ইংরাজীতে বক্তৃতা দিয়াছিলাম এবং ছোট পত্রিকা ও পুস্তিকাদি লিখিয়া জার্মাণ ভাষায় বিতরণ করা হইয়াছিল। তখন বার্লিন শহরে গয়ের আহ্‌মদী মুসলমান অনেক ছিল, তাঁহারা কেহ ভারত হইতে, কেহ ইজিপ্ট হইতে, কেহ প্যালাষ্টাইন বা বৈরুত ইত্যাদি বিভিন্ন মুসলিম দেশ হইতে সেখানে আসিয়াছিলেন। কতক লোক শিক্ষার জন্য কতকলোক ব্যবসায়ের জন্য আসিয়াছিলেন। ভারতের একজন প্রফেসার ডব্বার নামক এক ব্যক্তির নেতৃত্বাধীনে (ইউ. পি, এর বাসিন্দা) একদল মুসলমান আহমদীয়াতের বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিল। তাহারা সংবাদপত্রে আমাদের বিরুদ্ধে লিখিত এবং আমাকে তাহার জবাব দিতে হইত। লাহোরি পার্টির মৌলবী সদরুদ্দীন ঐ সময় বার্লিনে উপস্থিত হন। এবং তিনি নূতন মুদ্রা জারি হওয়ার পূর্বেই একটা মসজিদ তৈয়ার করিয়া লন। গয়ের আহ্‌মদীর মধ্যে যাহারা আহমদীয়াতের বিরুদ্ধাচরণ করিত, লাহোরি পার্টিকে ও তাহারা নিষ্কৃতি দেয় নাই।

১৯২৩ সনে লণ্ডনের ওয়েস্‌লি প্রদর্শনীতে বিভিন্ন ধর্মের আলোচনার জন্য একটা কনফারেন্স হয়। সেই কনফারেন্স যোগ দিবার জন্য হযরত খলিফাতুল মসিহে (আইঃ) বারজন সেক্রেটারীসহ লণ্ডনে গিয়াছিলেন। আমিও বার্লিন হইতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করার জন্য এবং কনফারেন্সে যোগ দিবার জন্য লণ্ডনে গিয়াছিলাম।

হযরত সাহেব কনফারেন্সের পর লণ্ডন মস্‌জিদের ভিত্তি স্থাপন করতঃ মৌলবী আবদুর রহিম দরদ সাহেবকে মোবাল্লেগ নিযুক্ত করিয়া নতুনভাবে প্রচার কার্য্য করাইবার জন্য তাঁহাকে উপদেশ দিয়া দেশে ফিরিয়া যান। তারপর হইতেই আমাদের লণ্ডন মিশনের একটা নূতন যুগ আরম্ভ হইয়াছে, এবং লণ্ডন মিশনের গুরুত্ব অনেক বাড়িয়া গিয়াছে।

১৯২৪ সনের শেষের দিকে বার্লিনের মস্‌জিদের জায়গা ৬০০০৲ ছয় হাজার পাউণ্ডে বিক্রি হইল (এক পাউণ্ড প্রায় ১৩৲ টাকা)। ঐ জায়গাটি ৩০০ (তিনশত) পাউণ্ডে খরিদ করা হইয়াছিল। মিশনের সাকুল্য খরচ ইত্যাদি বাদেও প্রায় পঞ্চাশ হইতে ষাট টাকা হাজার টাকা লাভ থাকিয়া গেল। জার্মাণ মসজিদের আহ্‌মদী মহিলাদের দ্বারা প্রদত্ত হইয়াছিল। পরে ঐ টাকা দ্বারা লণ্ডন মসজিদ নির্মিত হইয়াছিল। আমি দেশে আসিবার প্রায় ছয় মাস পূর্বে মালিক ফরিদ সাহেব এম. এ. কে সপরিবারে বার্লিনে পাঠানো হইয়াছিল। তিনি পৌছার অল্পদিন পরেই তাঁহার স্ত্রী একটি পুত্র সন্তান প্রসব করেন। এইটি ছিল তাঁহার দ্বিতীয় সন্তান।

আমি দেশে রওয়ানা হইবার পূর্বেই মালিক সাহেব লণ্ডনে বদলি হইয়া যান। ১৯২৫ সনের জানুয়ারী মাসে প্রায় ৪½ বৎসর পরে আমি দেশে ফিরিয়া আসি।

লণ্ডনে আমি পৌছিবার অল্পদিন পরেই যখন মিশন ট্রাট্‌স ষ্টিট্‌স এ ছিল সেই সময় হাইড-পার্কে চৌধুরী ফতেহ মোহাম্মাদ সায়্যাল সাহেব একদিন বক্তৃতা দিতে ছিলেন। একজন ইংরাজ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি ভারত হইতে এখানে ইসলাম প্রচার করিতে আসিয়াছেন। কিন্তু ইসলামে সুদ লওয়া ও দেওয়া উভয়ই নিষেধ, আমরা ইংরাজ জাতি, বিগত মহাযুদ্ধের সময় এমেরিকা হইতে যদি সুদে টাকা কর্জ্জ না পাইতাম তাহা হইলে ত আমরা যুদ্ধে হারিয়া যাইতাম। এখন বলুন দেখি, যদি আমরা ইসলাম গ্রহণ করিতাম, তাহা হইলে আমাদের জাতীয় জীবন রক্ষা হইবার কোন উপায় ছিল কি?" আমি মনে মনে ভাবিতেছিলাম চৌধুরী সাহেব ইহার কি উত্তর দিবেন। কিন্তু তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তরে বলিলেন, "ইংরাজ জাতি যদি এমেরিকার নিকট বিনা সুদে কর্জ্জ না পাইত, তাহা হইলে

ইংরাজ জাতি হারিত কি জিতিত তাহা আমি বলিতে পারি না, কিন্তু এই যুদ্ধ ছয় মাসের মধ্যেই শেষ হইয়া যাইত। এবং দীর্ঘ চারি বৎসর কাল যুদ্ধ চলিয়া লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ হানি হইত না এবং তদোধিক লোক বিকলাঙ্গ বা অঙ্গহীন হইয়া উপার্জ্জন ক্ষমতা হারাইত না এবং লক্ষ লক্ষ স্ত্রীলোক ও শিশু সন্তান অসহায় অবস্থায় পড়িত না। অন্য কথায় তাহাতে জগতের মঙ্গল হইত। ইংরাজ জাতির মঙ্গল হইত কিনা বলিতে পারি না।" তিনি আরো বলিলেন, "তোমাদের দেশে গরীবগণ যুদ্ধের সময় প্রাণ দেয়; কিন্তু ধনীগণ টাকা কর্জ দেয় এবং সুদসহ তাহা আদায় করে। ইসলামের ইহা নীতি নয়। ইসলামের নীতি অনুসারে ধনীগণ ধন-প্রাণ উভয়ই দিতে বাধ্য শুধু দরিদ্র নহে।" এই কথায় উপস্থিত শ্রোতৃ মণ্ডলি সকলেই সন্তুষ্ট হইল। এবং প্রশ্নকারী চুপ করিয়া রহিল। এইরূপ আনন্দদায়ক মজার প্রশ্নোত্তর মধ্যে মধ্যে বেগ হইত।

আমি দেশে ফিরিয়া আসিলে হযরত সাহেব আমাকে বলিলেন, "আপনি প্রায় ৫ বৎসর ইউরোপে থাকিলেন, এখন অল্প আয়ে আপনার পোষাইবে না। আপনি অন্যত্র বেশী বেতনের চাকরীর চেষ্টা করুন। কোথাও কিছু না জুটিলে 'জমাতের কাজে আপনাকে লাগানো যাইবে। তবে মাহিনা ২০০ শত টাকার অধিক দেওয়া যাইতে পারিবে না।" আল্লাহ্ তায়ালার অনুগ্রহে আমি বেঙ্গল প্রভিন্সিয়েল এডুকেশন সার্ভিসে (B. P. E. S.) ২৬০-৭০০ টাকার স্কেলে মাসিক ৩০০ শত টাকা বেতনে মালদহ জিলাস্কুলের হেড মাষ্টার নিযুক্ত হইলাম। ১৯২৫ সালের ডিসেম্বরে আমি যখন বাংলাদেশ হইতে বিলাতে যাই তখন হেড মাষ্টারের পদ প্রাদেশিক সার্ভিসে উন্নীত হয়। পূর্বে এই পদ সাবডিনেট্ সার্ভিস্ ছিল। তখন হেড্ মাষ্টারের বেতন ২৫০৲-এর বেশী হইত না। আমি প্রভিন্সিয়েল সার্ভীসে প্রমোশন পাইয়া লণ্ডনে চলিয়া গিয়াছিলাম। জার্মানীতে থাকা কালিন তৎকালিন বাংলার গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে চিঠি পাইয়াছিলাম যে, আমাকে আর বিদায় দেওয়া হইবে না, হয়—আমাকে কাজে হাজির হইতে হইবে, নতুবা ইস্তফা দিতে হইবে। হযরত সাহেবকে জানাইলে তিনি আদেশ দিলেন যে আপনি ত ইসলামের খেদমতের জন্য জিন্দেগী ওয়াকফ্ করিয়াছেন। আপনি সরকারী কাজ হইতে ইস্তফা দেন। তখন আমি ইস্তফা দিয়াদিলাম। দেশে ফিরিয়া চাকুরীতে পুনঃ নিযুক্ত হইলে দেখা গেল ইস্তফা দেওয়ার পর এক বৎসর দশ মাস চলিয়া গিয়াছিল। সেইজন্য আমি অনেক চেষ্টা করা সত্বেও বাংলার গবর্ণমেণ্ট পূর্বের প্রায় ১২ বৎসরের চাকরীর পেনসান এর জন্য হিসাব লইবার আদেশ দিলেন না।—পুনঃ নিযুক্ত হইবার পর আমার চাকরী ১৪ বৎসর ৭ মাস হইয়াছিল। কিন্তু ভাঙ্গা বৎসর হিসাবে ধরা হয় না। এইজন্য শুধু ১৪ বৎসর পেনসানের জন্য হিসাব ধরা হয়। দেশে আসিয়া আমি সেল্‌সেলার খেদমত খাসভাবে উল্লেখযোগ্য কোন কিছু করিতে পারি নাই। তবে পেনসান নিবার পরে হযরত সাহেব আমাকে বাংলার আমির নিযুক্ত করেন। ১৯৪০ সনে আমি পেনসান পাই এবং সেই বৎসরই আমি বাংলায় আহ্‌মদীয়া জমাতের আমির নিযুক্ত হই। ১৯৫০ পর্য্যন্ত আমি ঐ কাজে নিযুক্ত ছিলাম।

## চৌধুরী আবুল হাসেম খান সাহেবের মৃত্যু

১৯৪৬ সনে চৌধুরী আবুল হাসেম খাঁর কাদিয়ানে মৃত্যু হয়।

আমি তাঁহাকে দেখিতে তথায় গিয়াছিলাম এবং সেখান হইতে ঘুরিয়া আসিয়া মৌলবী জিল্লুর রহমানের সাথে বর্ষার সময় নৌকায় ত্রিপুরা ও ময়মনসিংহ জিলার আঞ্জুমানগুলি পরিদর্শন করিয়াছিলাম।

১৯৪০ সনে বাংলার জমাতের আয় দশ এগার হাজারের মতন ছিল। ১৯৫০ সনে উহা প্রায় বিশ-বাইশ হাজারে উঠে। পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গে কতিপয় নূতন জমাতের সৃষ্টি হয়।

চাকুরীতে থাকাকালিন প্রচার করা আমার জন্য নিষিদ্ধ ছিল, তবুও ব্যক্তিগতভাবে যতটা আমার দ্বারা সম্ভব হইয়াছে—আমি জমাতের খেদমত করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

আমার স্বাস্থ্য খারাপ হইয়া যাওয়ায় আমির থাকা কালিন আমি কয়েকবার ইস্তফা দিতে চাহিয়াছিলাম। কিন্তু হযরত আমিরুল মোমেনিন ইস্তফা গ্রহণ করেন নাই। বরং তিনি বলিয়াছিলেন যে, আপনার জন্য কোন নায়েবে আমির মনোনীত করুন, আমি তাঁহাকে নিযুক্ত করিব। এই অবস্থায় কিছুদিন মৌলবী খলিলুর রহমান খাদিম সাহেব, কিছুকাল মৌলবী হুস্‌সামুদ্দিন হায়দার সাহেব ও কিছুদিন মৌলবী আবুল হুছেন সাবরেজিষ্টার সাহেব আমার অধীনে নায়েবে আমির নিযুক্ত হন আমার সময়েই ঢাকায় দারুত-তবলিগ বাড়ীটা ( পূর্বে উহা ভাড়া করিয়া লওয়া হইয়াছিল ) ১৫০০০৲ ) পনর হাজার টাকা মূল্যে খরিদ করা হয়। এই কাজে মৌলবী খলিলুর রহমান খাদিম সাহেব ( তখন নায়েবে আমীর ) ও মৌলবী মুজাফফর উদ্দিন চৌধুরী সাহেব এবং মৌলবী দৌলত আহমদ খাঁ খাদেম সাহেব যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। মৌলবী খলিলুর রহমান সাহেব উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ী খরিদ ব্যাপারে পরিশ্রম করেন এবং প্রকৃত মালিকের সন্ধানে কলিকাতা পর্য্যন্ত দৌড়াদৌড়ি করেন। আল্লাহ্‌ তাঁহাদিগকে জাজায়ে খায়ের দান করুন।

ঢাকায় একদল গয়ের আহ্‌মদী আমাদের দারুত তবলিগটি লইবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু মালিকগণ আমাদের জমাতের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ছিলেন। সেইজন্যই তাঁহারা গয়ের আহ্‌মদীগণের অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন।

পার্টিশানের পূর্বে যখন হিন্দুদের খুব প্রাবল্য ছিল তখন একদল টেরোরিষ্ট ঢাকাতে খুব উৎপাত শুরু করিয়াছিল, চকবাজারের কতকগুলি বাড়ী পুড়াইয়া দিয়াছিল, তখন এমন অবস্থা হইয়াছিল যে, দারুত-তবলিগে বাস করা খুব বিপদজনক ছিল। কারণ নিকটে আশেপাশে অন্য মুসলমান ছিল না এবং ছুরিকাঘাতে কয়েকজনের মৃত্যুও আশপাশে হইয়াছিল।

আমি মৌলবী জিল্লুর রহমান সাহেবকে ব্রাহ্মন-বাড়ীয়া পাঠাইয়াছিলাম যেন তিনি কিছু ভলাণ্টেয়ার সংগ্রহ করিয়া আনেন যাহারা দারুত-তবলিগ পাহারা দিতে পারে। কিন্তু অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আসেন। মৌলবী দৌলত আহমদ খাঁ সাহেব তখন আঞ্জুমানের জেনারেল সেক্রেটারী ছিলেন এবং সপরিবারে দারুত-তবলিগেই বাস করিতেন। আমি ঢাকা হইতে বগুড়ায় চলিয়া গেলে দৌলত আহমদ খাঁ সাহেবের নিকট হইতে টেলিগ্রাম পাইলাম, "আঞ্জুমানে বাস করা এখন অসম্ভব। আমি পরিবার লইয়া ব্রাহ্মণবাড়ীয়া যাইতেছি।" আমি তাঁকে উত্তর দিলাম, "আপনি আঞ্জমানের গৃহ পাহারার বন্দোবস্ত করিয়া যাইতে পারেন।" কিন্তু তিনি পাহারার কোন বন্দোবস্ত করিতে পারেন নাই এবং কোন মতে প্রাণ ও পরিবার লইয়া ব্রাহ্মনবাড়ীয়া চলিয়া গেলেন। আবশ্যকীয় খাতা-পত্রগুলিও সঙ্গে নিয়া গেলেন। আঞ্জুমান লাইব্রেরীর অনেকগুলি বইপুস্তক দারোগা কমরদ্দিন সাহেবের বাড়ীতে রাখিয়া গেলেন। পরে জানা গেল, আঞ্জু-মানের উত্তরদিকের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ( গেট ভিতর হইতে বন্ধ ছিল ) দুর্বৃত্তগণ ভিতরে প্রবেশ করিয়া আঞ্জুমানের

অফিস গৃহে আগুণ লাগাইয়া দেয়। ফলে সেই কামরাটি পুড়িয়া যায় এবং আসবাবপত্র ও পুস্তকাদিও অনেক পুড়িয়া নষ্ট হইয়া যায়। আঞ্জুমান অস্থায়ীভাবে ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার দারুত-তবলিগের মসজিদে স্থানান্তরিত করা হইল।

হযরত আমিরুল মোমেনিনের নিকটে এই ঘটনার রিপোর্ট পৌছিলে তিনি অত্যন্ত নারাজ হইলেন। কারণ আঞ্জমানের রক্ষার ব্যবস্থা না করিয়াই সেখান হইতে জেনারেল সেক্রেটারী পলায়ন করিলেন। কয়েকমাস পর রাজনৈতিক অবস্থার কিছু পরিবর্ত্তন হইল এবং দারুত তবলিগ অঞ্চলে বাস করা নিরাপদ হইল। তখন আবার প্রাদেশিক আঞ্জমান অফিস ব্রাহ্মণবাড়ীয়া হইতে ঢাকাতে ফিরাইয়া আনা হইল। ভাঙ্গা প্রাচীর এবং পুড়িয়া যাওয়া অংশ মেরামত করা হইল। গবর্ণমেণ্ট হইতে এজন্য কিছু সাহায্য পাওয়া গিয়াছিল।

মৌলবী খলিলুর রহমান খাদিম সাহেব সাবডিপুটি নিযুক্ত হইয়া প্রথম কয়েক বৎসর যেখানে গিয়াছেন, সেখানেই একটা আঞ্জুমান হইয়াছে। প্রথম তিনি জলপাইগুড়িতে ছিলেন। তিনি জলপাইগুড়ি টাউনে ও বেলাকোবাতে আহ্‌মদীয়াতের বীজ বপন করেন এবং মৌলবী জিল্লুর রহমান জলসেচন করিয়া জমাত বর্দ্ধিত করেন। খাদিম সাহেব যখন রংপুরে ছিলেন, তখন সেখানে টাউনে ও মফঃস্বলে আহমদীয়াতের বীজ বপন করেন, এবং তথায়ও মরহুম মৌলানা জিল্লুর রহমান সাহেবের দ্বারাই জমাতগুলি গড়িয়া উঠে এবং এখনও আছে। রংপুরের জমাত মৌলবী বদর উদ্দিন আহমদ বি, এল, এবং মৌলবী ছৈয়দ ইব্রাহিম সাব-রেজিষ্ট্রার, মৌলবী খলিলুর রহমান ও মৌলানা জিল্লুর রহমান সাহেবের প্রচেষ্টার ফল।

রংপুরের শ্যামপুর ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী রামচন্দ্রপুরের মৌলবী এছারউদ্দিন আহ্‌মদ ( তৎকালিন ইউনিয়ান বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট ) অদূরবর্তী শিবপুর গ্রামের বড় গৃহস্থ গফুরউদ্দিন ও নিজামউদ্দিন নামে দুই ভাই প্রথমতঃ আহ্‌মদীয়াতের ভয়ানক মুখালেফ ছিলেন ও মসিহে মাউদ ( আঃ ) ও আহ্‌মদীদিগকে ভয়ানক গালাগালি করিতেন। আল্লাহ্‌তায়ালার মরজিতে যখন তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে, মৌলবীগণ মিথ্যা কথা বলে ও ধোকা দেয় তখন আহমদীয়াতের শত্রু দুইভাই মিত্রে পরিণত হইলেন এবং এখনও তাহারা বেশ মুখলেস আহ্‌মদী আছেন।

মৌলবী বদরউদ্দিন সাহেবের পিতা ও তাঁহার ছোট দুই ভাই আনোয়ার উদ্দিন ও ছানওয়ার উদ্দিনও আহমদীয়াত কবুল করিলেন। এই আনোয়ার উদ্দিন সাহেবের মেয়ের সঙ্গে নোয়াখালি বাসি (আহমদীয়াতের কারণে দেশ হইতে বহিষ্কৃত) মৌলবী মোহাম্মদ ছায়িদ ছাহেবের বিবাহ হইয়াছিল এবং তাঁহার কবর সেখানে বিদ্যমান আছে। ঐ গ্রামের নিকটবর্ত্তী আর একটি গ্রামে আবদুছ ছুবহান নামীয় এক ব্যক্তি আহ্‌মদীয়াত কবুল করেন। তিনি অত্যন্ত মুখলেস ছিলেন। প্রথম অবস্থায়—এই ছুবহান মিঞা এবং বদরউদ্দিনের ভাই আনওয়ার মিঞা প্রত্যেক জুময়াতে আট মাইল দূরবর্ত্তী রংপুর টাউনে আসিয়া জুময়ার নামাজ পড়িতেন।

( ক্রমশঃ )

★

# বিভিন্ন ধর্মে শেষ যুগের প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের কতিপয় নিদর্শন।

আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী

পৃথিবীর বক্ষ হইতে অধর্ম, অনাচার এবং অশান্তি দূর করিবার জন্য যুগে যুগে বিভিন্ন জাতিতে অসংখ্য নবীর আগমন হইয়াছে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্‌তা'লা বলেন,

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ *

অর্থাৎ—প্রত্যেক জাতিতে নবীর আগমন হইয়াছে (ইউনুছ, ৪৮ আয়াত)। প্রত্যেক নবীই নিজ নিজ ভাষায় ঐশীবাণী বা ওহী-ইলহাম লাভ করিয়া মানবজাতির মধ্যে সত্য, সনাতন ধর্ম আল-ইসলামকে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। পাক কোরআনে আছে,—

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ *

অর্থাৎ—প্রত্যেক নবীর কাছেই তাঁহার জাতীয় ভাষায় বাণী প্রেরণ করা হইয়াছে, (ইব্রাহিম, ৫ আয়াত)। এই সকল মহামানবগণ একদিকে যেমন মানুষকে শরিয়ত ও মহাজ্ঞান শিক্ষা দিয়া পবিত্র করিয়াছেন, অন্যদিকে ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত ঘটনাবলি সম্বন্ধেও ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছেন। ঐসকল ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে প্রধান একটি ভাববাণী হইল, শেষ যুগে একজন মহাপুরুষের আগমন বিষয়ে। ইছলামে এই প্রতিশ্রুত মানবকে 'ইমাম মাহ্‌দী মাসিহে মওউদ; খ্রীষ্টধর্মে মসিহ (*Messiah*), হিন্দুধর্মে নিষ্কলঙ্ক শ্রীকৃষ্ণ অবতার, বৌদ্ধ ধর্মে বুদ্ধমৈত্রেও এবং পার্শী ধর্মে সুশ্যান বা মসিদার বহমী নামে অবিহিত করা হইয়াছে। বিভিন্ন জাতিতে আগত নবীগণ এই মওউদ মহাপুরুষ সম্বন্ধে বহু প্রকার ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছেন। এইখানে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ হইতে এই প্রতিশ্রুত পুরুষের আবির্ভাবের কতিপয় লক্ষণাদি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল।

## —ঃ সমসাময়িক অবস্থা ঃ—

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ *

অর্থঃ—যখন সূর্যকে আবৃত করা হইবে অর্থাৎ এক বিশেষ গ্রহণ হইবে, যখন তারকা পাত হইবে এবং পাহাড় সঞ্চালিত হইবে অর্থাৎ ডিনামাইট দ্বারা পাহাড় উড়াইয়া দেওয়া হইবে।

وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ *

অর্থঃ—তখন পূর্ণ গর্ভাউটগুলি পরিত্যক্তা হইবে। হাদিছে আছে, লা ইউতরাকান্নালকিলাছু ফালা ইউছ আ আলাইহা। অর্থঃ- উটগুলি বেকার হইবে, ইহাতে চড়িয়া মানুষ দূর দেশে যাইবে না। অর্থাৎ রেলগাড়ী, মোটর প্রভৃতি আবিষ্কার হওয়ায় এই সকল যানবাহণ পরিত্যক্ত হইবে।

وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ *

'তখন পশুগুলি একত্রিত হইবে' অর্থাৎ, চিড়িয়া খানার মধ্যে বিভিন্ন প্রকার পশুকে রাখা হইবে।

وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ -

অর্থাৎ, সমুদ্রে সমুদ্রে খাল খনন করা হইবে।

و اذا النفوس زوجت *

অর্থঃ যখন সকল লোক একত্রিত হইবে। অর্থাৎ—যানবাহণ আবিষ্কারের ফলে একদেশের লোক অন্য দেশের লোকের সঙ্গে মিলিত হইবে।

و إذا الموءودة سئلت بأى ذنب قتلت -

অর্থঃ যখন জীবন্ত সমাহিত বালিকা জিজ্ঞাসিত হইবে, কি কারণে তাহাকে বধ করা হইয়াছিল। অর্থাৎ ইহা নারী জাগরণের যুগ হইবে।

و اذا الصحف نشرت -

অর্থাৎ—তখন পুস্তক পুস্তিকার ব্যাপক প্রচার হইবে। উপরে বর্ণিত পবিত্র কোরআনের আয়াতে তারকাপাত হইবে বলিয়া যে ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে, ইহার সমর্থণ বাইবেলেও পাওয়া যায়। যথা, 'আকাশ হইতে তারাগণের পতন হইবে।' (মথি, ২৪ : ২৯)। উপরে নারী জাগরণ সম্বন্ধে কোরআনের যে আয়াত পেশ করা হইয়াছে, তাহার সমর্থন হিন্দু ধর্মগ্রন্থেও দেখিতে পাওয়া যায়। যথা, নকন্যাং যাচতে কশ্চিন্নাপিকন্যা প্রদীয়তে স্বয়ং গ্রাহা ভবিষ্যতি যুগান্তে সমুপস্থিতে॥ (মহাভারত, বনপর্ব, ১৯০ : ৩৬)। অর্থাৎ, শেষযুগে বিবাহের জন্য কেহ কন্যা যাজ্ঞা করিবে না, কেহ কন্যাদানও করিবে না ; কন্যারা নিজেরাই বর বাছিয়া লইবে। হাদিছে আছে, "দীনের ইল্‌ম উঠিয়া যাইবে, জাহেলীয়াত প্রসার লাভ করিবে, শরাবের ব্যবহার বৃদ্ধি পাইবে, নেক কাজ কমিয়া যাইবে, মানুষের মন কৃপনতায় ভরিয়া যাইবে, ঝগড়া ফছাদ বৃদ্ধি পাইবে, মারামারি কাটাকাটি বেশী হইবে, ব্যবসায়ীদের মধ্যে ইমানদারের অভাব হইবে ; ভূমিকম্প বেশী হইবে, মূর্খতা বৃদ্ধি পাইবে, বড় বড় অট্টালিকা নির্মাণ করিয়া মানুষ গৌরব মনে করিবে, দলের সর্দার ফাছেক হইবে, জাতির নেতা নিকৃষ্টতম ব্যক্তি হইবে, বাদ্য যন্ত্র ও গানে নারীর প্রাধান্য হইবে।" (বোখারী, মুছলেম, আবু দাউদ, তিরমিজি, নেছাই প্রভৃতি)। ব্যাস মুনি বলেন, "হে রাজন! তখন কোন ব্রাহ্মণ তার ধর্ম পালন করিবে না, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যগণও আপন আপন কর্ম ছাড়িয়া অধর্ম কার্য্যে লিপ্ত হইবে ; লোকের শরীর ও আয়ু, শক্তি ও বীর্য্য ক্ষয় পাইবে, লোকেরা সত্য কথা অল্পই বলিবে, জনপদ সমূহ উজাড় হইবে (ভূমিকম্প ইত্যাদি দ্বারা), উহারা সর্প ও পশুর আবাসে পরিণত হইবে, শূদ্রেরা ব্রাহ্মণদিগকে তুমি বলিবে এবং ব্রাহ্মণগণ শূদ্রদিগকে আপনি বলিবে, সন্তানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে, কিন্তু দৈহিকশক্তি হ্রাস পাইবে, সদাচার ও পূণ্যকার্য হ্রাস পাইবে, স্ত্রীলোকেরা মুখভগ স্বরূপে পরিণত হইবে, চৌরাস্তায় বেশ্যা ও বদমায়েসদের ভিড় হইবে, গাভীর দুধ ও বৃক্ষের ফল অল্প হইবে, ধর্মস্থানে ব্যাঘ্রাদি, হিংস্র পশু বাস করিবে, সময় মত বৃষ্টি হইবে না ইত্যাদি।"—(মহাভারত, বনপর্ব, ১৯৯ অধ্যায়)। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে আছে, "লাভ প্রাপ্তি, শৃঙ্খলা, জ্ঞান, নিদর্শণ, স্মৃতিচিহ্ন বিলুপ্ত বা অন্তর্ধাণ করিবে।" (অনাগত ভবিষ্য)। মহাভারতে আছে, ক্রয়-বিক্রয় কালে চ সর্বঃ সর্বস্য বঞ্চ নাম। যুগান্তে ভরত শ্রেষ্ঠ বিত্তলোভাৎ করিষ্যতি ॥ ৫৪। ম্লেচ্ছাচারাঃ সর্বভক্ষা দারুণাঃ সর্ব কর্মসু। ভাবিনঃ পশ্চিমেকালে মনুষ্যানাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫৩ অর্থাৎ, কলি যুগে লোভের বশবর্তী হইয়া ক্রয়-বিক্রয়কালে সকলই পরস্পরকে বঞ্চনা করিবে। সমস্ত মানব আবার ভ্রষ্ট হইয়া ম্লেচ্ছাচার হইবে, সকলেই যেখানে সেখানে যাহা তাহা ভক্ষণ করিবে, যাবতীয় কার্যে জনগণ নিদারুন হইবে ; অর্থাৎ ধর্মাধর্ম বোধ থাকিবে না।

নকশ্চিং কস্যচিচ্ছাতান কশ্চিৎ কস্যচিদ গুরুঃ। তমোগ্রস্তো তদা লোকোভবিষ্যতি জনাধিপঃ ॥ ৪৭ অর্থ : কেহ কাহারও উপদেশ গ্রহণ করিবে না ; কেহ কাহাকেও গুরু বলিয়া মানিবে না ; সকলেই তামসিক

ভাবে পাপরসে ডুবিয়া থাকিবে। রাজানশ্চাপ্য সন্তুষ্টাঃ পরার্থাম্মুঢ় চেতসঃ। সর্বোপায়ৈ হরিষ্যন্তি যুগান্তে পর্য্যপস্থিতে ॥ ৩৭। অর্থাৎ রাজাদের ধর্ম বুদ্ধি থাকিবে না; তাহারা নিজ নিজ অবস্থায় সন্তুষ্ট না থাকিয়া যে কোন উপায়েই হউক না কেন, সর্বদা পর ধন আত্মসাৎ করিবার চেষ্টায় নিরত থাকিবে। (বনপর্ব, ১৯০)। বাইবেলে আছে, "তোমরা যুদ্ধের কথা ও যুদ্ধের জনরব শুনিবে; …জাতির বিপক্ষে জাতি ও রাজ্যের বিপক্ষে রাজ্য উঠিবে; এবং স্থানে স্থানে দুর্ভিক্ষ ও ভূমিকম্প হইবে।" (হাদিসে আছে; 'তাক্‌ছিরুজ জালাজিলা' অর্থাৎ বহু ভূমিকম্প হইবে)। (মথি, ২৪:৬,৭)। অন্যত্র আছে, "আর তৎকালে অনেকে বিঘ্ন পাইবে, একজন অন্যকে সমর্পণ করিবে, একজন অন্যকে দ্বেষ করিবে।…আর অধর্মের বৃদ্ধি হওয়াতে অধিকাংশ লোকের প্রেম শীতল হইয়া যাইবে।" (মথি ২৪:১০,১২) "কিন্তু ইহা জানিও শেষকালে বিষম সময় উপস্থিত হইবে। কেননা মানুষেরা আত্মপ্রিয়, অর্থ প্রিয়, আত্মশ্লাঘা, অভিমানী, ধর্মনিন্দুক, পিতামাতার অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ, অসাধু, স্নেহরহিত, ক্ষমাহীন, অপবাদক, অজিতেন্দ্রিয়, প্রচণ্ড সংবিদ্বেষী, বিশ্বাসঘাতক, দুঃসাহসী, গর্বান্ধ, ঈশ্বর প্রিয় নয় বরং বিলাসপ্রিয় হইবে।' (২ তিমথীয়, ৩:১-৪)। মহাভারতের একস্থানে আছে, পুত্রঃ পিতৃ বধং কৃত্বা পিতা পুত্র বধং তথা। নিরুদ্‌বেগো বৃহবাদীন নিন্দামুপলপশ্যতে। (বনপর্ব্ব, ১৯০:২৮) অর্থাৎ পিতাপুত্রকে এবং পুত্র পিতাকে হত্যা করিয়াও নিরুদ্বেগে কাল কাটাইতে পারিবে—সমাজে কেহও নিন্দা করিবে না ইত্যাদি। ইন্‌জিল কিতাবে আছে, 'তখন ভ্রাতা ভ্রাতাকে ও পিতা সন্তানকে মৃত্যুতে সমর্পণ করিবে; এবং সন্তানেরা আপন আপন মাতা-পিতার বিপক্ষে উঠিয়া তাহাদিগকে বধ করাইবে।" (মার্ক, ১৩:১২)।

## —: প্রতিশ্রুত পুরুষের নাম :—

আল-কোরআনের একস্থানে আছে ইছা (আঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া বলিয়াছেন যে, তাঁহার পর 'আহমদ রসুল' আসিবেন। যথা,—

و مبشرا برسول يأتي من بعد ى اسمه احمد *

হুজাজুল কেরামার ৩৫২ পৃষ্ঠায় এক হাদিছে আছে যে মাহদীর নাম 'আহমদ' হইবে। পার্শী ধর্মগ্রন্থে আছে,- "নইদ তি আহমন দ্রাগোয়েইতিম ফ্রাম রোয়ামী স্পি ম যুরাথাস্ত্রা।' (যেন্দ-আবেস্তা)।

এই শ্লোকেও স্পষ্ট আহ্‌মদ নাম রহিয়াছে।' 'জৈনঠাপকাত্তনি' নামক ইতিহাসে আছে যে, শেষযুগে 'এমদ' নামক বুদ্ধের আবির্ভাব হইবে।

[ সেয়রে ব্রহ্মা, লাক্ষ্মৌ হইতে প্রকাশিত, ২,৩ পৃষ্ঠা।]

## —: একটি অপূর্ব নিদর্শন :—

পবিত্র কোরআনের ছুরা কিয়ামা'তে আছে,—

و خسف القمر و جمع الشمس و القمر *

অর্থাৎ, এক বিশেষ চন্দ্রগ্রহণ হইবে এবং চন্দ্র ও সূর্য্যকে একত্রিত করা হইবে (ইহার অর্থ, চন্দ্র, সূর্য্যের গ্রহণ হইবে)। ছুরা তকবীরের প্রথম আয়াতে আছে, "ইজাশ শামছু কোওয়েরাত" অর্থাৎ—সূর্যকে আবৃত করা হইবে বা ইহার এক বিশেষ গ্রহণ হইবে। হিন্দু শাস্ত্রপাঠে জানা যায় যে, তখন সূর্য, চন্দ্র ও বৃহস্পতি, এক রাশিতে পক্ষ নক্ষত্রে একত্রিত হইবে।' (ভগবত পুরাণ, ১৩স্কন্দ)। বাইবেলের নূতন নিয়মে আছে, "আর সেই সময়ের ক্লেশের পরেই সূর্য্য অন্ধকার হইবে চন্দ্র জ্যোৎস্না দিবে না।" (মথি, ২৪:২৯)। অন্যত্র আছে, 'সূর্য্য অন্ধকার হইয়া যাইবে, চন্দ্র রক্ত হইয়া যাইবে।" (প্রেরিত, ২:২০)। অন্য একস্থানে আছে,

"তখন মহাভূমিকম্প হইল, এবং সূর্য্য লোমজাত কম্বলের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ ও পূর্ণচন্দ্র রক্তের ন্যায় হইল।" (প্রকাশিত বাক্য, ৬ঃ১২)। অর্থাৎ গ্রহণের ফলে সূর্যকে কাল এবং চন্দ্রকে রক্তবর্ণ দেখাইবে। হাদিস পাঠে জানা যায় যে, রছুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন,

إن لمهدينا آيتين لم تكونا منذ خلق السموات والارض ينكسف القمر لاول ليلة من رمضان وتنكسف الشمس في النصف منه *

অর্থাৎ—'আমার মাহ্‌দীর সত্যতার দুইটি লক্ষণ আছে, যাহা আকাশ এবং জমিন সৃষ্টি অবধি অন্য কাহারও জন্য প্রদর্শিত হয় নাই; একই রমজান মাসের চন্দ্রগ্রহণের প্রথম রাত্রিতে চন্দ্র গ্রহণ এবং সূর্য্য গ্রহণের মধ্যম দিবসে সূর্য্য গ্রহণ হইবে।' (দারকুতনী, ১৮৮পৃঃ)। পবিত্র কোরআন, হাদিস, বাইবেল এবং পুরাণের এই অপূর্ব ঐশী নিদর্শনটি একমাত্র প্রতিশ্রুত মসিহের বা কল্কি অবতারের জন্য নির্দিষ্ট। বিভিন্ন ধর্মের এই সকল ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে সাদৃশ্য দেখিয়াই হয়ত মেক্সমোলার বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, **The true religion of the future will be the fulfilment of all the religions of the past—the true religion of humanity, that which, in the struggle of history, remains as the indestructible portions of all the so called false religions of mankind. There never was a false god, nor was there ever really a false religion, unless you call a chield a false man. All religions, so far as I know them, had the same purpose; all were links in a chani which counects heaven and earth, and which is held, and always was held, by one and the same hand.** (**F. Max Muller, in a letter to the Rev, *M* K Schermer horn, 1883**) অর্থাৎ—অতীতের সমস্ত ধর্মের পূর্ণতাই হইবে ভবিষ্যতের সত্য মানব-ধর্ম। তাঁহার মতে কখনও কোন মিথ্যা খোদা বা মিথ্যা ধর্ম ছিল না। সকল ধর্মেরই উদ্দেশ্য এক এবং অভিন্ন। প্রত্যেক ধর্মই একসূত্রে গাথা, যাহা একই হাতের সঙ্গে সংযুক্ত রহিয়াছে, ইত্যাদি।

অনন্তর সকল প্রশংসা সর্ব-জগতের অধিকারী আল্লারই জন্য। যুগে যুগে আগত সকল নবীর উপর অজস্র শান্তি বর্ষিত হউক। আমিন!

---

নোট ঃ—১৯৬৩ সালের ৩রা নভেম্বর ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার ঐতিহাসিক বাৎসরিক জলসায় প্রদত্ত বক্তৃতা অবলম্বনে রচিত।

---

# ধর্মের নামে খুন

## মীর্যা তাহের আহ্‌মদ

( পূর্ব প্রকাশিতের পর )

তারপর, মজাফ্‌ফরগড়ে এক বক্তৃতায় এক প্রসিদ্ধ আহ্‌রার নেতা—যিনি এখন ইহলোক হইতে প্রস্থান করিয়াছেন—আহ্‌মদীগণের উপর এই অপবাদ আনিয়াছিলেন ঃ

জনৈক আহ্‌মদী গুপ্তচর গোপালদাস নামীয় এক ব্যক্তির সহিত ধৃত হইয়াছে এবং এ ব্যাপারে আমি প্রয়োজনীয় প্রমাণাদি সরকারকে সরবরাহ করিয়াছি (১)

এই অপবাদ তাঁহাদের রিপোর্টে সন্নিবিষ্ট করিয়া বিজ্ঞ জজগণ বলেন ঃ—

---

(১) তদন্ত আদালতের রিপোর্ট পৃঃ ৩০৫।

সাধারণ সরল প্রকৃতির লোকেরা ইহা ধারণা করিতে পারিবে না যে, এহেন মান্যবর ব্যক্তি যিনি বার্ধক্যে জরাহীন হইয়া পড়িয়াছেন এখনও তরবারীর ন্যায় ধারাল থাকিবেন এবং গোপাল দাসের সাথী সম্বন্ধে এমন গল্প রচনা করিবেন, সত্যের সহিত যাহার দূরেরও কোন সম্পর্ক নাই।

যদি ইহা সত্য হইয়া থাকে তবে ইহা দ্বারা কি দুষ্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে উত্তেজনা আরও বৃদ্ধি পাইবে না। কিংবা আপনারা যদি জানেন যে, এই বক্তৃতার ভিত্তি মিথ্যার উপর স্থাপিত এবং আপনারা হয়ত পক্ষকেশের সম্মান দেখানোর জন্য ইহাকে উপেক্ষা করিয়া যাইতেছেন। কিন্তু এতদ্বারা আপনারা ঐ ব্যাধির প্রতি অবহেলা করিতেছেন— যাহা তিনি আপনাদের জাতির মধ্যে ছড়াইয়া দিয়াছেন। (১)

বস্তুতঃ, বড় বড় শুভ্র-দাড়ীতে অলঙ্কৃত আহ্‌রার উলামা বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়াইয়া মিথ্যার পর মিথ্যা উদ্‌গীরণ এবং মিথ্যা অভিযোগের পর অভিযোগ আনিতে লাগিলেন ঃ—

"এবং যতই সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল বক্তৃতার ভাষা জঘন্য হইতে জঘন্যতর হইতে লাগিল। আহরারগণ তাহাদের পুর্ণোক্তি আহ্‌মদীদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনায় নিয়োজিত করিল এবং অতিশয় লজ্জাকর ও অপবাদমূলক রূপ ধারণ করিল। (২)

আহ্‌রারদের যে বক্তৃতাগুলির প্রতি সংকেত করিয়া মিঃ আন্‌ওয়ার আলী "ভীষণ লজ্জাকর, মিথ্যা অপবাদ মূলক" শব্দগুলি ব্যবহার করিয়াছেন, ঐগুলির পুরাপুরি পরিচয় এই সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞার দ্বারা হইতে পারে না। এই বক্তৃতাগুলি এমনি মনুষ্যত্ব বিগর্হিত যে, মহান আহ্‌মদীয়া সেল্‌সেলার পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার সম্বন্ধে যে সকল কুবাক্য প্রয়োগ করা হইয়াছে, যদি কোন সাধারণ ব্যক্তি সম্বন্ধে ঐ সকল শব্দ প্রয়োগ করা হইত তাহা হইলে কোন ভদ্রলোক তাহা শুনিতে সক্ষম হইতেন না। মৌলবী মোহাম্মাদ আলী জলন্ধরী, মাষ্টার তাজুদ্দীন আন্‌সারী ও আবু জার বুখারী ইত্যাদি সকল আহরার নেতা কল্পিত অপবাদ ও কুবাক্য প্রয়োগে পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা করিতে লাগিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, তবু তাঁহারা সেই নবীকুল শিরোমণির 'স্থলবর্তী' হওয়ার দাবী করিতেন, যাঁহার কথা তাঁহার এলহামের ন্যায় পবিত্র ও মধুর ছিল এবং যিনি এই শিক্ষা দিয়াছিলেন ঃ

ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم -

যে সকল মিথ্যা উপাস্য দেবতাগুলিকে আল্লাহ্‌র সহিত শরীককারীগণ অর্চণা করে, কদাচ ঐগুলিকে গালী দিবে না। এমন না হয় যে, তাঁহারা অজ্ঞানতা বশতঃ খোদাকেও গালী দিতে আরম্ভ করে।"

কিন্তু এখানে তো তাহাদিগের সামনে কোন মিথ্যা উপাস্য দেবতাও ছিল না। বরং ইসলামের এমন একজন আত্মবিলীনকারী সেবক ছিলেন, যিনি আজীবন ইসলামের খেদমত করেন এবং তাঁহার মত শুধু এইটুকু ছিল যে, তিনি খোদার হুকুম মুতাবেক 'মাহ্‌দী ও মসিহ্' হওয়ার দাবী করেন এবং তাঁহার গর্ব শুধু ইহাই ছিল যে, তিনি আহ্‌মদ আরবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের গোলাম। হাঁ, মানবতার শ্লীলতা হানিকর নির্লজ্জ দোষারোপ সেই কাদিয়ানের মীর্যার বিরুদ্ধে করা হইয়াছে, যাঁহার আত্মা মোহাম্মাদ আরবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের প্রেমে বিভোর ছিল, যিনি কখন কখন তাঁহার প্রিয় ধর্ম-গুরুর প্রেম জ্বালায় অধীর হইয়া বলিতেন ঃ—

(১) তদন্ত আদালতের রিপোর্ট, পৃঃ ৩০৫

(২) রিপোর্ট পৃঃ নং ২০।

در کوئے تو اگر سر عشاق را زنند
اول کسے کہ لاف تعشق زند منم

"হে আমার প্রভু ঃ যদি আপনার পথে আপনার প্রেমিকদের শিরোচ্ছেদ করা হয়, তবে প্রেমের দাবীকারীদের মধ্যে সর্বাগ্রে আমার কণ্ঠ বাহির হইবে ঃ 'আমি আপনাকে প্রেম করি, আমি আপনাকে প্রেম করি।"

কখনও বিরহে অসহিষ্ণু হইয়া তাঁহার আত্মিক অবস্থা এই প্রকারে প্রকাশ করিয়াছেন ঃ—

أنظر إلى برحمة وتحنن
يا سيدى أنا احقر الغلمان
يا حب إنك قد دخلت محبة
فى مهجتى ومداركى وجنان
من ذكر وجهك يا حديقة بهجتى
لم اخل فى لحظ ولا فى آن
جسمى يطير إليك من شوق علا
يا ليت كانت قوة الطيران

"(বন্ধু আমার!) আমার দিকে দয়া ও স্নেহের দৃষ্টিতে একবার দেখুন। প্রভু আমার, আমি তো এক সামান্য ভৃত্য।

হে আমার প্রিয়, আপনি আপনার প্রেমের দ্বারা আমার আত্মা, হৃদয় ও মস্তিকে বিরাজমান।

হে আমার প্রমোদ-উদ্যান! আপনার স্মরণে যাপিত হয় না, এমন কোন মুহূর্ত আমার যায় না।

বলিতে কি, আমার দেহ প্রবল আগ্রহে আপনার দিকে উড়িয়া যাইতে চায়। হায়! যদি শক্তি থাকিত যদি উড়িবার শক্তি থাকিত আমার।

এই খাতামান-নাবীয়ীনগত প্রাণ ও তাঁহার অনুবর্তীগণের প্রতি আহ্‌রার ধর্ম নেতাগণ কুবাক্য প্রয়োগে সব সীমা অতিক্রম করিয়াছেন। পাঞ্জাবের গলী-কুচায় যে সকল জঘন্য গালী শোনা যায়, সবই তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছে। এমন কি, বিজ্ঞ জজগণ যখন ঐগুলির উদ্ধৃতি আহ্‌রার কাগজে ও পুলিশ রিপোর্টে দর্শন করেন, তখন তাঁহারা একটি বিশেষ লিখার বরাত দিয়া লিখিতে বাধ্য হইয়াছেন ঃ

আহ্‌রারদের বিখ্যাত নেতা সৈয়দ আতাউল্লা বুখারীর পুত্র সৈয়দ আবুজর বুখারী সাহেবের সম্পাদনায় মুলতান হইতে প্রকাশিত "মজদুর" পত্রিকায় ১৯৫২ সনের ১৪ই জুন তারিখে একটি প্রবন্ধ বাহির হয় যাহাতে আহ্‌মদীয়া সিলসিলার ইমামের বিরুদ্ধে আরবী অক্ষরে এমন অশ্লীল এবং অকথ্য ভাষা প্রয়োগ করা হইয়াছে, যাহার ব্যাখ্যা করা নৈতিকতা সমর্থন করে না। এই সমস্ত বাক্য যদি কোন আহ্‌মদীর সাক্ষাতে উচ্চারণ করা যায় এবং তাহার পরিণামে যদি মাথা কাটা হয় তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। যে সমস্ত বাক্য ইহাতে প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহা নিতান্ত নিঃকৃষ্ট এবং ঘৃণিত রুচির পরিচায়ক। ইহা দ্বারা সেই পবিত্র ভাষার অবমাননা করা হইয়াছে যাহা পবিত্র কোরআন ও প্রিয় নবীর ভাষা। (১)

(১) তঃ আঃ রিঃ পৃঃ ৮৭

(ক্রমশঃ)

অনুবাদক—**এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার**

## খ্রীষ্টানদিগের নিকট প্রচার করিতে হইলে এবং অন্যান্য বিষয় জানিতে হইলে পাঠ করুন ঃ

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১। | খ্রীষ্টান সিরাজউদ্দীনের চারি প্রশ্নের উত্তর ঃ | লিখক— | হযরত গোলাম আহ্‌মদ ( আঃ ) |
| ২। | খ্রীষ্টান ভাইদের উদ্দেশ্যে নিবেদন ঃ | ,, | মৌলবী মোহাম্মাদ বি. এ. |
| ৩। | মৌজুদা ইছাইয়ত কা তারেফ ( উর্দ্দু ) | ,, | মৌলানা আবুল আতা জলন্ধরী |
| ৪। | Jesus live up to the old age of 120 | ,, | মৌলানা জালালউদ্দীন শামছ্‌ |
| ৫। | সুসমাচার | ,, | আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী |
| ৬। | যীশু কি ঈশ্বর ? | ,, | ,, |
| ৭। | ভূস্বর্গে যীশু | ,, | ,, |
| ৮। | বাইবেলে হযরত মোহাম্মাদ ( সাঃ ) | ,, | ,, |
| ৯। | বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার | ,, | ,, |
| ১০। | আদি পাপ ও প্রায়শ্চিত্ত | ,, | ,, |
| ১১। | ওফাতে ইছা ইবনে মরিয়াম | ,, | ,, |
| ১২। | যীশুর জন্ম কি ২৫শে ডিসেম্বর ? | ,, | ,, |
| ১৩। | বিশ্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ ( যন্ত্রস্থ ) | ,, | ,, |
| ১৪। | হোশান্না ,, | ,, | ,, |
| ১৫। | ইমাম মাহদীর আবির্ভাব | ,, | ,, |

ইহা ছাড়া জমাতের অন্যান্য পুস্তকও পাওয়া যায়।

প্রাপ্তিস্থান ঃ

এ. টি. চৌধুরী

২০, ষ্টেশন রোড, ময়মনসিংহ

Published & Printed by Md. Fazlul Karim Mollah at Zaman Printing Works
For the Proprietors, East Pakistan Anjuman Ahmadiyya, 4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 83635
*Editor* : *A. H. Muhammad Ali Anwar.*

# 'Al-Bushra'

Illustrated Quarterly Journal in Arabic.

*Published by:*

**Al-Jamia Ahmadiyya, Rabwah,**
**West Pakistan.**

ARTICLES CONTRIBUTED BY
EMINENT WRITERS OF THE ARAB WORLD

Annual Subscription:
Pakistan Rs. 5·00
Other Countries Sh. 10/-
—Post Free—

---

## The East African Times

AN ENGLISH LANGUAGE MAGAZINE

*Published fortnightly in*

**KENYA**

on

CULTURAL SOCIAL, RELIGIOUS, EDUCATIONAL
POLITICAL AND CONTEMPORARY AFFAIRS OF
**KENYA and E. AFRICA.**

*Annual Subscription Sh. 10/-*

*Write to*

P. O. Box 554

**NAIROBI, KENYA**